জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 30th Oct. 1957 | ২৩শ সংখ্যা

৮ই কার্ত্তিক ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই নভেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৭৪ খাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং দেরাসতুল্লা সেখ দাবি ৩৪ টাকা ২৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ১-২৫ শতকের কাত ৫৷৵০ নিজাংশে ৪৷০ আঃ ৫৲ খং ২৮২ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৮২ খাং ডিঃ ঐ দেং উমেদালি মণ্ডল দিং দাবি ২৫ টাকা ৬২ নঃ পঃ মৌজাদ ঐ ৫৫ শতকের কাত ১৷০ আঃ ১০৲ খং নশীপুর ৪৯ ও কুতুবপুর ২১ ঐ স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৪৩ খাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং পূরণ সাহা দিং দাবি ৮৭ টাকা ৮৬ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে তালিপুর ৭।২৲১২ জমির কাত ১৪।৵০ আঃ ৯০৲ রায়ত স্থিতিবান

৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং তারিণীচরণ দাস দাবি ৭৮ টাকা ৮৯ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে আভলা ২৯৮ শতকের কাত ১২৵৩ আঃ ৬০৲

৬২ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং সোলেমান নাদাপ দিং দাবি ৩০৵৩ পাই থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর দিঘড়ী ২-৯২ শতকের কাত ৩৷১ আঃ ১৫৲ খং ১৫৪৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

অতি

—•—

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা
অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং॥

বাংলার পল্লীর মেয়েরাও বলেন—

অতি বড় হ'য়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে,
অতি ছোট হ'য়ো না ছাগলে মুড়োবে।

—•—

একদিন কৈলাস শিখরে নন্দী তাঁহার প্রভু মহাদেবের অঙ্গে ভস্ম মাখাইতেছেন, আর মাঝে মাঝে গাঁজা সাজিয়া প্রভুকে পান করাইতেছেন। প্রভুর প্রসাদী কলিকাটি লইয়া আড়ালে গিয়া গুরু-ভক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নিজে দম দিয়া পুর্ণোদ্যমে পুনরায় ভস্ম লেপনে মনোনিবেশ করিতেছেন। নন্দীর শুশ্রূষায় ও পুনঃ পুনঃ গঞ্জিকা সেবনে প্রভু সদানন্দের একটু নিদ্রাবেশ হইয়াছে। এমন সময়ে এক সঙ্গে শত-বজ্র-নাদের মত এক আওয়াজ হইল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। নন্দী চমকিত হইয়া শঙ্করের চরণ ধরিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিয়া বলিলেন—বাবা! এই ত্রিভুবন কাঁপিয়ে যে ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, এ শব্দের কারণ কি বাবা? মহাদেব ধ্যানস্থ হইয়া হাসিয়া নন্দীকে বলিলেন—শোন্ নন্দী, পৃথিবীতে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা জন্মিল। সে সমস্ত দেবতাকে দিয়া ভৃত্যের কাজ করাইবে। এমন কি, নারায়ণের লক্ষ্মীকেও হরণ করিয়া আনিতে সক্ষম হইবে।

নন্দী তখন বাবার চরণে আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ভস্ম মাখাইতে মাখাইতে বলিলেন—বাবা, আমি বাবাকে ছাই মাখাতে আর গাঁজা সাজতে জন্মেছিলাম। কই প্রভুর চরণ সেবা ক'রে একটা ছোট খাটো রাজাও হ'তে পারলাম না! বাবা আমাদের পানে একটু কৃপাদৃষ্টি দিলেন না?

মহাদেব তখন একটু হেসে নন্দীকে বল্লেন। চুপ বেটা! ঘাড়ের পাশে আর মাথার জটায় বেশ ক'রে মালিশ ক'রে দে। দিয়ে আর একবার গাঁজা সাজ্। নন্দী তাই করতে সুরু করলেন। যেই গাঁজা সেজে বাবার হাতে কলকে দিয়েছেন, অমনি আবার শত বজ্রের আওয়াজ। এবার নন্দী বাবাকে ভীত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এবার কে জন্মিল বাবা? বাবা ব'লে উঠ্লেন ঐ রাজা যে খানিক আগে জন্মেছিল, তার এক লক্ষ পুত্র সওয়া লক্ষ নাতি সব গেল। সোনার রাজধানী লঙ্কা ছারখার হয়ে গেল। রামচন্দ্র তাঁর বানর সৈন্যের সাহায্যে তাকে নিপাত করলেন। নন্দী প্রসাদী কল্কেতে টান দিয়ে নেচে উঠে বল্লেন—বাবা, এই এরই মধ্যে সব শেষ! বাবা আমার রাজা হ'য়ে কাজ নাই! আমি বাবাকে ছাই মাখাবো আর প্রসাদ খাব। মা অন্নপূর্ণার হাতের অন্ন যেন জন্ম জন্ম খাই বাবা! এরই মধ্যে সব শেষ।

বাবা মহাদেব বল্লেন—আরো শোন্ বেটা এত দর্পী হয়েছিল যে মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গে উঠবার সিঁড়ি ক'রে দিবার ইচ্ছা ক'রে সব আয়োজন করেছিল। মতলব ছিল যে মানুষ সব সশরীরে স্বর্গে যেতে পারে তারই পন্থা সে ক'রে দিবে। এখনও লোকে বলে—তোর দেখতে দেখতে সব ফুরাল হ'লো না আর সিঁড়ি তোলা। এ হলো পুরাণের খোস-গল্প।

আমাদের দশা তেমনি হলো

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে আমরা স্বাধীন হ'য়েছি। ইংরাজ যে অর্থ দিয়ে গিয়েছিল, যদি সেই অর্থকে পুঁজি ক'রে ইংরাজের দাগা বুলিয়ে যেমন সয় তেমনি ভাবে ধীরে ধীরে কৃষি শিল্পের উন্নতি ক'রে "শনৈঃ শনৈঃ" উন্নতি করার চেষ্টা করতাম, অশ্বত্থ গাছের মত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হতাম। টিকে থাকতাম হাজার দু' হাজার বৎসর। তা না ক'রে "নির্ধনের ধন হ'লে দিনে দেখে তারা" তেমনি "কি ছিলাম কি হলাম রে ভাই কি ছিলাম কি হলাম" ব'লে হানা করেঙ্গে ত্যানা করেঙ্গে ব'লে রাবণ রাজার মত স্বর্গের সিঁড়ি উঠাতে লাগলাম। আজ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ। সব অর্থ চিচিং ফাঁক। আমতব্যয়ী লোকের যে দশা হয় তাই হ'লো।

রাজ্যের বিধান আছে নিয়ম আছে সে সব লঙ্ঘন ক'রে আশ্রমে বা আখড়ায় যেমন মহান্ত বাবাজী যা বলে সব ন্যাড়া নেড়ী তাই করে, তেমনি কর্ত্তাভজা হ'য়ে দাঁড়ালাম। কর্ত্তা একদিন ৫৫ কোটি টাকার দফা ঠাণ্ডা করবার আদেশ দিলেন আর জানিয়ে দিলেন যে যদি তাঁর আদেশ পালন না করা হয় তিনি অনশনে দেহত্যাগ করিবেন। চেলার দল সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন ক'রে ৫৫ কোটির সদ্গতি করিয়া ইহকাল ও পরকালের সম্বল বজায় রাখিলেন।

দেশে যে সব রাজসিক ব্যয় বহুল কর্ম্ম সুরু করিয়া সব পুঁজি ফাঁক করিয়া ফেলিয়াছেন। তা সম্পূর্ণ করার জন্য দেশের বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রীটি, টি, কৃষ্ণমাচারীকে বহু ধনী দেশে অর্থ কর্জ্জ করার জন্য পাঠান হইল। তিনি ২৫শে অক্টোবর আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্ম্মাণীর দ্বার গিয়া ফিরিয়াছেন। সাংবাদিকগণকে বলিয়াছেন তিনি কোন আশা লইয়া যান নাই সুতরাং হতাশা লইয়াও ফিরেন নাই। কথাটা খুব আধ্যাত্মিক। ইহাতে মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যুর হিসাব আছে। সাধক কবীর বলিয়াছিলেন—

ক্যা লেকে তোম আয়ো পিয়ারে
ক্যা লেকে তোম জায়গা?
মুঠ্ঠি বানকে আয়ো পিয়ারে
হাত পসারে জায়গা।

জন্মের সময় দুই হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় এসেছিলে। মৃত্যুকালে দুই হাত খুলিয়া কিছুই নাই তাই দেখাইয়া যাইবে।

আমরা শুধু ভাবি হলো কি! দশ বৎসরেই পরের দ্বারস্থ!

কালিকা ফার্ম্মেসীতে চুরি

গত ৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ সহরের নামজাদা ঔষধালয় "কালিকা ফার্ম্মেসী"র সংলগ্ন বন্ধ বাড়ীর তালা ভাঙ্গিয়া

ঘরে প্রবেশ করিয়া কাঠের কপাট কাটিয়া ডিস্পেন্সারী ঘরে চোর প্রবেশ করে। বেশী দামের পেটেন্ট ঔষধ ও ইন্‌জেকসনের ঔষধগুলি লইয়া গিয়াছে। আনুমানিক দুই হাজার টাকা মূল্যের ঔষধ চুরি গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বাণিজ্য জাহাজের নাবিক হিসাবে ট্রেণিং
মুর্শিদাবাদ জেলার জাতীয় রক্ষী-বাহিনীর সদস্য হইতে লোক গ্রহণ

বাণিজ্য জাহাজের নাবিকের জন্য বহরমপুর পুলিশ লাইনে ১৯৫৭ সালের ৮ই নভেম্বর সকাল ৯টায় মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমবঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর শিক্ষণপ্রাপ্ত কুড়ি জন সদস্যের প্রাথমিক নির্বাচন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। প্রার্থিগণের বয়স ১৮ হইতে ২৩ বৎসরের ভিতর হওয়া চাই। ২০।২১ বৎসর বয়স্ক প্রার্থিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। তাঁহাদের উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন। সাঁওতাল এবং পার্বত্য উপজাতির বেলায় উচ্চতার পরিমাণ ৫ ফুট করা যাইতে পারে। ওজন ১০৫ পাউণ্ড, এবং বক্ষের মাপ ৩০ ইঞ্চি (ফুলাইয়া ৩২ ইঞ্চি)। তাঁহাদের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রার্থীদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং তাঁহাদের কোনরূপ আঙ্গিক ত্রুটি থাকা চলিবে না।

যে সকল প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে ভর্তির তারিখ হইতে অন্ততঃ এক বৎসর সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া লোক গ্রহণের ব্যাপারে যাঁহারা রাজ্যসরকারের বিভিন্ন আহ্বানে সাড়া দিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আবেদন করিতে পারিবেন। যাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত হইবার পর তিন বৎসর কাল অবসিত হইয়া আসিয়াছে তাঁহাদের আবেদন সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হইবে। প্রার্থীগণকে নির্বাচনকালে তাঁহাদের পরিচয় পত্র কিংবা উহার অভাবে ট্রেণিং কেন্দ্রের কম্যাণ্ডাণ্ট কর্ত্তৃক সাময়িকভাবে প্রদত্ত শিক্ষণসার্টিফিকেট পুলিশ ভেরিফিকেসন রিপোর্টসহ দাখিল করিতে হইবে। প্রার্থীগণকে কোনরূপ যাতায়াত খরচ বা খোরাকী দেওয়া হইবে না। —প্রেসনোট

ঋণের ফল

আমার স্বাধীনতা

বালিঘাটায় চুরি

গত ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রিতে জঙ্গিপুর কো-অপারেটিভ সমিতি সমূহের ইন্সপেক্টর অফিসের পিয়ন শ্রীসুদর্শন সিংহের বালিঘাটাস্থিত বাটীতে সিঁদ দিয়া চোরে নগদ ১৫০৲ টাকা ও মূল্যবান কাপড় লইয়া গিয়াছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

২১৩ খাঃ ডিঃ ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দেঃ এরফান মণ্ডল দিঃ দাবি ৩৫৷৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে নিস্পিবিরল ১২৮ শতকের কাত নিজাংশে ৩৸/৪ আঃ ২০৲ খং ২০ রায়তী স্থিতিবান স্বত্ব

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-19

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার [illegible]

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত